দৈনিক সংবাদ

089

25 MAR 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ৮ ...কলাম ... ২ ...

পরীক্ষা দিতে পারলাম না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রথম পর্বে ভর্তির জন্য দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে গত ১৫ই অক্টোবর '৮৭ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আমি নির্ধারিত ১৫ই অক্টোবর '৮৭ তারিখে গণিত বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য গণিত ভবনে যাই। অফিসের লোক বলল, "আপনি ১৭-১০-৮৭ তারিখ আসেন, ঐ তারিখ থেকেই নির্দিষ্ট ফরম দেয়া হবে"। গেলাম উক্ত তারিখ গণিত ভবনে। নগদ ২০ টাকা জমা দিয়া ভর্তির ফরম কিনলাম এবং ফরম পুরণ করে জমা দিলাম। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ জিজ্ঞাসা করলাম, বলা হলো দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হবে। ২০-১২-৮৭ তারিখ থেকে যদিও বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার একটা তারিখ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাও রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তারপরে কিছু কিছু বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হয়। কিন্তু গণিত বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। গণিত বিভাগের পরীক্ষা গত ১৬-২-৮৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা যারা মফঃস্বলে আছি এই খবর কিভাবে জানবো? আমার কোন কথা থাকত না যদি কোন বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দৈনিক পত্রিকায় না দেওয়া হত। যখন দেখি অন্যসব বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে তখনই বুঝে নেই যে, গণিত বিভাগেরও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পত্রিকায় দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হলো দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ। সেখানে যদি এ অবস্থা হয় তবে অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি করবে?

অতএব কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হোক এবং পরীক্ষার তারিখ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক।

মফঃস্বলের একজন ভুক্তভোগী।

পরীক্ষার ফল বেরুবে কবে?

আমরা বিগত ১৯৮৭ সালের মে মাসে এম,এ (বাংলা) শেষ পর্ব (সনাতন) পরীক্ষা দিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি আমাদের ফল প্রকাশিত হয়নি। তিন চার মাস পুর্বেই প্রায় সব বিষয়ের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে দৈনিক সংবাদ-এ পত্র পাঠিয়েছি। পত্র ছাপা হয়েছে(১১-২-৮৮)মাসাধিক হতে চললো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনও মুখ খোলেননি। কিন্তু কেন? আমাদের সময়ের কী কোনোই মূল্য নেই? অনেক চেষ্টা তদবির করে জানলাম আমাদের পরীক্ষার কোনো এক পত্রের খাতা একজন প্রবীণ অধ্যাপক, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীর হাতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তিনি ব্যস্ত মানুষ, বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত, ওয়াশিংটন-লণ্ডন ঘোরেন, বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর খাতা দেখার সময় নাও হতে পারে। তবে এ কথাতো আগুনের মতো সত্য যে, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁর কাছে খাতা পাঠানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও কেন এমন হয়? সেই বিশেষ অধ্যাপকটির দ্বারাই খাতা দেখাতে হবে, নইলে সবকিছু অশুদ্ধ, অনিষ্টকর হয়ে যাবে এমন কোনো বিধি থাকলে না হয় আমাদের জানিয়ে দেয়া হোক। আর যদি তেমন কোন বিধি না থাকে তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আবারও বলতে চাই আমাদের মূল্যবান সময় নিয়ে ছেলেখেলার অধিকার আপনাদের আছে কী? যারা বা যাদের জন্য আমাদের ফল প্রকাশিত হতে পারছে না তাদের বিরুদ্ধে সত্বর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ বিশেষ একটি ব্যক্তির বা মহলের খেয়ালখুশী আর দায়িত্বহীনতার ফলে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের মূল্যবান সময় এভাবে প্রতীক্ষা আর আশংকার বিষে দগ্ধ হবে তা আমরা অত্যন্ত অমানবিক বলে মনে করি। এই অমানবিক কার্যের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেই সচেতন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মহল মনে করেন।

ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

নঈম নজরুল,
খান মুহম্মদ হেলয়ার।